মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৪২৫

পর্ব-১০: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ৫. প্রথম অনুচ্ছেদ - বিভিন্ন সময়ের পঠিতব্য দু‘আ

بَابُ الدَّعْوَاتِ فِى الْأَوْقَاتِ

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ آيبون تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

বাংলা

২৪২৫-[১০] ’আবদুল্লাহ ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ বা ’উমরাহ্ হতে ফিরে আসতেন, তখন প্রতিটি উঁচু স্থানে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার করে তাকবীর দিতেন। আর বলতেন,

’’লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া ’আলা- কুল্লি শাইয়িন কদীর। আ-য়িবূনা, তা-য়িবূনা ’আ-বিদূনা ’সা-জিদূনা লিরব্বিনা- হা-মিদূনা। সদাকল্ল-হু ওয়া’দাহূ, ওয়া নাসারা ’আবদাহূ ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহূ।’’

(অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা’বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা। তিনি সব জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবাকারী, ’ইবাদাতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হিসেবে। আল্লাহ তার ওয়া’দাকে সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুর সমন্বিত শক্তিকে একাই পরাজিত করেছেন।)। (বুখারী, মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ১৭৯৭, ৬৩৮৫, মুসলিম ১৩৪৪, আবূ দাঊদ ২৭৭০, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৫৯৫, সহীহ আল জামি‘ ৪৭৬৯।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এখানে الْأَحْزَابَ ‘আহযাব’-এর শব্দের বিষয়ে উলামাগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। কারো মতে কুরায়শ কাফিররা ও ‘আরবদের মধ্য যারা তাদের সহযোগী এবং ইয়াহূদীরা, যারা খন্দক যুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল তারাই আহযাব বা বহুজাতিক বাহিনী। আর তাদের ব্যাপারেই সূরা আল আহযাব নাযিল হয়েছে। কারো মতে এটি ‘আম্ বা ব্যাপক। অর্থাৎ- আহযাব যুদ্ধের সমস্ত দিনগুলো ও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাষ্ট্র এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কুফার সৈন্যরা সকলেই আহযাবের অন্তর্ভুক্ত।

‘আল্লামা নাবাবী (রহঃ) বলেনঃ প্রথম মতটি প্রসিদ্ধ। ‘আল্লামা কারী (রহঃ) বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একত্রিত কাফিরেরা ছিল বারো হাজার (১২,০০০)। তারা মক্কা হতে মদীনায় আগমন করল এবং মদীনার চারপাশে তারা একত্রিত হলোঃ আর এ অবস্থায় প্রায় এক মাস অতিবাহিত হলো, কিন্তু শুধু তীর-ধনুক আর পাথর নিক্ষেপ ব্যতীত তাদের মাঝে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলো না।

তাদের এ ধারণা ছিল যে, মুসলিমগণ তাদের মুকাবিলা করতে পারবে না বিধায় তারা (মুসলিমগণ) পরাজিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা শীতের রাতে তাদের ওপর তীব্র বাতাস পাঠালেন, ফলে তাদের চেহারায় ধূলা হানা দিলো, তাদের বাতিগুলো নিভে গেল, তাদের তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে গেল ও তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে হয়ে গেল। অন্যদিকে আল্লাহ তা‘আলা এক হাজার মালাক (ফেরেশতা) পাঠালেন। অতঃপর তারা (ফেরেশতাগণ) তাদের বিপরীত প্রান্ত দিয়ে তাকবীর ধ্বনি তুলল এবং ঘোড়া হাকিয়ে দিলো এবং তাদের অন্তরে ভয় হানা দিলো। ফলশ্রুতিতে কাফিরেরা পরাজিত হলো ও পলায়ন করল। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার বাণী নাযিল হলোঃ ‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্চা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন’’- (সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৯)।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56985

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন